দারসুল জিহাদ (শিট নং ৭)

জিহাদকে অবহেলা করা ও তা থেকে বিরত থাকার পরিণতি

জিহাদকে অবহেলা করা, জিহাদ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ও বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভয়াবহ শাস্তি ও আমাদেরকে ধংস করে দিয়ে; বিকল্প জাতি সৃষ্টি করার হুশিয়ারী দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ [٩:٣٨] إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٩:٣٩]

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। [১]

অপর আয়াতে তাদের জন্য আল্লাহর গজব এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ [٨:١٥] وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [٨:١٦]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরু করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে, সে ব্যতীত; অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা নিকৃষ্ট অবস্থান। [২]

অন্য আয়াতে এই পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [٩:٢٤]

---

[১] তাওবা ৩৮-৩৯ ।

[২] আনফাল ১৫-১৬ ।

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা; যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান; যাকে তোমরা পছন্দ কর - আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায় কে হেদায়েত করেন না। [৩]

এই আয়াতে বর্ণিত প্রথমোক্ত আটটি জিনিস কে শেষোক্ত তিনটি জিনিষ অপেক্ষা যারা প্রাধান্য দিবে, তাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে। আর সাধারণতঃ যারা জিহাদে যেতে গরিমসি করে, তারা মূলত এই আটটি জিনিসের কারণেই করে থাকে। এরা নিজেরাও জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যান্যদেরকেও নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কোরআনে নিম্নের আয়াতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [٩:٨١]

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে। আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। [৪]

এ আয়াতে তাবুক যুদ্ধে যারা নিজেরা অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যদেরকে বলতো যে, একে তো এটা খেজুর পাকার মৌসুম। দ্বিতীয় প্রচন্ড গরম, তাই তোমরা যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, আপনি জানিয়ে দিন, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশি গরম।

জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن ابن عمر قال, سمعت رسول الله ﷺ يقول "إذا تبايعتم بالعينة؛ وأخذتم أذناب البقر؛ ورضييم بالزرع؛ وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا؛ لا ينزعه حتى ترجوا إلى دينكم.

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 'যদি তোমরা 'ঈনাহ' (সুদী কারবার) কর এবং গরুর লেজ অনুসরণ কর ও কৃষক হয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং জিহাদ পরিত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এই লাঞ্ছনা কে তুলে নিবেন না। [৫]

---

[৩] তাওবা ২৪ ।

[৪] তাওবা ৮১ ।

[৫] আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩ ।

হাদীসটির অর্থ :-

যদি মানুষ কৃষি কাজ বা এর অনুরূপ কোন কাজে জড়িয়ে পরার কারণে জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুদের কে ছেড়ে দিবেন, তাদের উপর লঞ্ছনা বয়ে আনবেন এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাদের দায়িত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা শুরু করে।

আর দায়িত্বটি হল, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের ব্যাপারে কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়া, দীন প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহর মর্যাদা কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নিত করা। কুফর ও তার অনুসারীদের অবদমিত করা।

এই হাদীসটি এই কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ইসলাম ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *“যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।”* অর্থাৎ হাদীসটিতে জিহাদের স্থানে দীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা হাদীসটিতে জিহাদকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن مُحَمَّد بن عبد الله التيمي؛ أن أبا بكر الصديق قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل، ولا أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله بعقاب، وما بينكم وبين أن يعمكم الله بعقاب.

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তাইমী রাযি. থেকে বর্ণিত; আবু বকর রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন। [৬]

[৬]। জামেউল আহাদীস ২৭৩০৫, মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯ ।